রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৯, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ৩৮৭-আইন/২০১২।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ৯৬, ধারা ৫১ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **বিধিমালার নাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ (সম্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(খ) "আত্মীয়" অর্থ পিতা-মাতা, সন্তান ও সৎ সন্তান, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোন, স্ত্রী বা স্বামী, শ্বশুর বা শ্বাশুড়ী ও জামাতা বা পুত্রবধূ, স্বামী বা স্ত্রীর ভাই বোন, মামা-মামী ও চাচা-চাচী, স্বামী বা স্ত্রীর মামা-মামী ও চাচা-চাচী, বৈমাত্রেয় এবং বৈপিতৃয় ভাই ও বোন এবং পালক পুত্র ও কন্যা;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ২(৩১) এ সংজ্ঞায়িত পরিষদ;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য;

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পরিষদের সম্পত্তি।**—সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার যে সকল জনপথ, জলপথ, রাস্তা, মাঠ, উদ্যান, স্থান, ইমারত, ভূমি এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে পরিষদের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং এই বিধিমালার অধীনে যে সকল সম্পত্তি পরিষদ অর্জন করিবে বা পরিষদের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণে আসিবে, সে সকল সম্পত্তি পরিষদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হইবে।

৪। **সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর পদ্ধতি।**—(১) পরিষদ, জনস্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অনুদান, দান, ক্রয়, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা, বিনিময় এর মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No.11 of 1982) এর অধীন অধিগ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত, সম্পত্তি অর্জন হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পরিষদের কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তরের প্রয়োজন হইলে, পরিষদ কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি, যাহার আহ্বায়ক হইবেন পরিষদের সচিব, এর মাধ্যমে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করিয়া পরিষদের সভায় তিনচতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে অনুমোদনের পর সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **কতিপয় ব্যক্তির নিকট পরিষদের সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ।**—চেয়ারম্যান, সদস্য বা পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাদের কোন আত্মীয়ের নিকট বা তাহাদের মালিকানাধীন বা তাহাদের আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট পরিষদের কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

৬। **সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন।**—(১) পরিষদ নিজস্ব অর্থ দ্বারা সম্পত্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ, তবে সরকারি অর্থ দ্বারা সম্পত্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পরিষদের অনুমোদন বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের অনুমোদনক্রমে, চেয়ারম্যান পরিষদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করিবেন।

৭। **সম্পত্তির ব্যবহার।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ উহার সম্পত্তি জনস্বার্থে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে।

(২) পরিষদের স্থানীয় অধিক্ষেত্রে অবস্থিত সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোন অব্যবহৃত সম্পত্তি, খাল বা ভূমি, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে, পরিষদ উহাতে উৎপাদনমূলক কাজ বা উহাকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে।

৮। **ভূমি অধিগ্রহণ।**—পরিষদের স্থানীয় অধিক্ষেত্রে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতল, রাস্তা বা কোন স্থাপনা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অথবা আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থান থাকিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পরিষদ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং জেলা প্রশাসক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন, বিধি বিধান মোতাবেক অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **সম্পত্তির দলিলপত্র ও নকশা রক্ষণাবেক্ষণ।**—(১) পরিষদ সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ করিবে এবং সকল সম্পত্তির বিবরণ প্রস্তুত করিয়া প্রতি বৎসর ইহার হালনাগাদ করিবে।

(২) পরিষদ ইহার মালিকানাধীন সম্পত্তির রেকর্ড হালনাগাদ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিষদ ইহার সম্পত্তির নকশা প্রস্তুত করিয়া ইহার অনুলিপি সংরক্ষণ করিবে এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

১০। **সম্পত্তির দখল বজায় রাখা।**—(১) পরিষদ ইহার সম্পত্তির দখল বজায় রাখিবে।

(২) পরিষদের সম্পত্তির দখল বজায় রাখিবার লক্ষ্যে চেয়ারম্যান পরিষদের সম্পত্তি নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন এবং অবৈধ দখলমুক্ত রাখিবার যাবতীয় আইনানুগ কার্যক্রম করিবেন।

১১। **সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব।**—(১) পরিষদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন এবং দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করিলে উহা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Union Councils (Property) Rules, 1960 এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Rules এর অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd